16 JUL 1998

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 JUL 1998 পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৭

130

ভুয়া পরীক্ষার্থী ॥ ছিঃ কী লজ্জা!

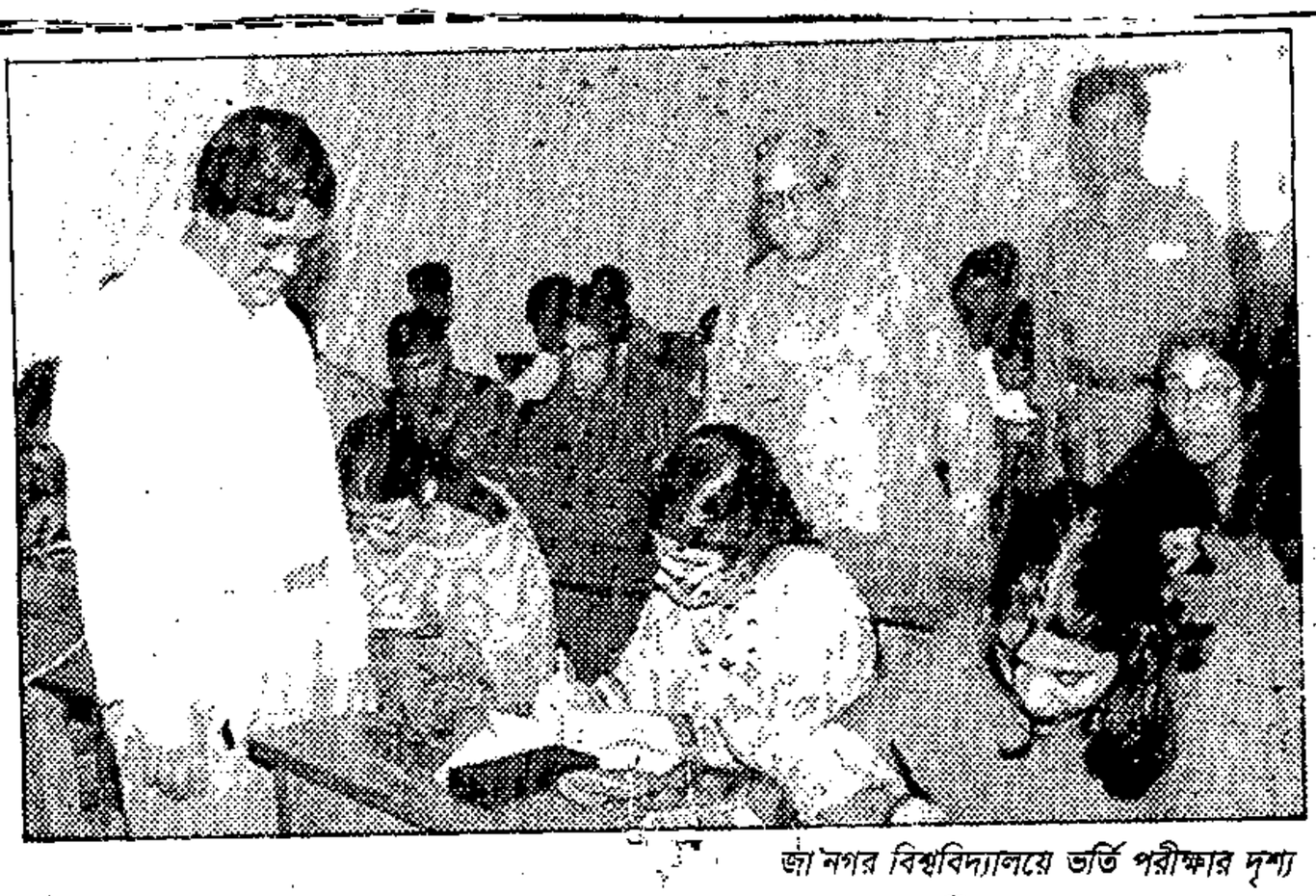

জা'নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার দৃশ্য

প্রতিবছর একই উপসর্গ- ভুয়া পরীক্ষার্থী আটক। মহা যন্ত্রণা! পরীক্ষা চলছে। ভুয়া পরীক্ষার্থী ধরা পড়ছে রুটিন মাফিক। যার ফলে অনেক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থেকে হচ্ছে বঞ্চিত। পড়াশুনায় মন বসাতে পারছে না অনেকে। পড়াশুনা ছেড়ে কেউ কেউ ছুটছে ভুয়া পরীক্ষার্থী ম্যানেজ করতে। যদি মেলে অথবা যদি লাইগ্যা যায়! আবার কারও মনে দুশ্চিন্তা। পরীক্ষা ঠিকমত দিতে পারবে তো! না ধরা পড়ে শিক্ষা জীবনের এখানেই ঘটবে পরিসমাপ্তি! এসব চিন্তা আজকাল অনেক পরীক্ষার্থীর মধ্যে কাজ করে।

পরীক্ষায় অসুদপায় অবলম্বন এই অন্যায় উপসর্গ আষ্টেপৃষ্ঠে বেধে রেখেছে শিক্ষা জীবনকে। এর সাথে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে ভুয়া পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ। একজন ছাত্র বা ছাত্রী পরীক্ষাকে সামনে রেখে অগ্রসর হবে তখন তার প্রস্তুতি নিয়ে হয়তো দুশ্চিন্তা থাকতে পারে। কিন্তু তাই বলে তার কাছ থেকে এমন কোন অন্যায় আচরণ প্রত্যাশা করা যায় না যা সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে তথা তার শিক্ষা জীবনকে করতে পারে কলুষিত। উন্নত বিশ্বের ছাত্র-ছাত্রীরা যে কাজ কল্পনাও করতে পারে না আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা সে অন্যায় করে চলেছে জেনে-শুনেই। প্রতিবছর দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি পরীক্ষার সময় পত্রিকার পাতা খুললেই চোখে পড়ে ভুয়া পরীক্ষার্থী আটক। আটককৃত এসব ভুয়া পরীক্ষার্থীরাও দেশের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত বলে জানা গেছে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত এসব ছাত্র-ছাত্রীরা কেনইবা জেনে-শুনে এ অন্যায় পথে পা বাড়ান? এ প্রশ্ন সচেতন মানুষ মাত্রই।

অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ অনার্স শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা গত ২২ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। আটদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই ভর্তি পরীক্ষায় ১০২৫টি আসনের বিপরীতে মোট ৩৬৬২৮ জন পরীক্ষার্থী ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। যেখানে গড়ে প্রতি আসনের জন্য পরীক্ষার্থী ছিল ৩৬ জন। তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ এই ভর্তি পরীক্ষার প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত পরীক্ষায় বিভিন্ন জালিয়াতির অভিযোগে মোট ১০২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে আটক করা হয়। আটককৃত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে 'ক' ইউনিটে ২২ জন, 'খ' ইউনিটে- ৪০ জন, 'গ' ইউনিটে ২৮ জন এবং 'ঘ' ইউনিটে ১২ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। এরমধ্যে ৪ জন ছাত্রীও ছিল। আটককৃতরা পরীক্ষার প্রবেশপত্রের ছবি পরিবর্তন, রোল পরিবর্তন, নাম পরিবর্তনসহ খাতা পরিবর্তন, এমনকি প্রকৃত পরীক্ষার্থীর পরিবর্তে নিজেকে প্রকৃত পরীক্ষার্থী সাজিয়ে পরীক্ষা দেয়ার অভিযোগে আটক করা হয়। আটককৃত পরীক্ষার্থীদের মধ্যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ জন, বুয়েটের ২ জন, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ৩ জন, ইডেনের ২ জন, বদরুন্নেসার ২ জন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ১৮ জন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। বাকীরা দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত বলে তাদের স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ। আটককৃত পরীক্ষার্থীর মধ্যে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার ছেলে এবং ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতির বর্তমান সভাপতির ছেলেও রয়েছে। আটককৃতদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মাহবুব এবং ইডেনের ছাত্রী পলি এ প্রতিবেদককে জানান, দশ হাজার টাকার বিনিময়ে তারা পরীক্ষা দিতে এসেছে। মোট টাকার পাঁচ হাজার পরীক্ষার আগেই নেয়া হয়েছে এবং বাকী টাকা পরীক্ষা শেষ হবার পর দেয়ার কথা ছিল। বুয়েটের ছাত্র জানান, গত বছর প্রায় সব বন্ধুরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পেলেও এই একটিমাত্র বন্ধু ছিল বাকী। যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স পায়নি। তাই ওর অনুরোধকে উপেক্ষা করতে পারিনি। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি কি অন্যায়ই না করেছি। তার মতো প্রায় সবারই অভিজ্ঞতা এক রকম। আটককৃত ভুয়া পরীক্ষার্থীদের তৎক্ষণাৎ প্রক্টর অফিসে নিয়ে আসা হয় এবং তাদের জবানবন্দি স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। যা পরবর্তীতে স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের কাছে পাঠানো হবে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে। এ দিকে আটককৃত ভুয়া পরীক্ষার্থীদের এক অভিনব শাস্তি প্রদান করেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর জনাব আফসার উদ্দিন আহমেদ। তিনি এসব ভুয়া পরীক্ষার্থীদের একশ' একবার কান ধরে উঠবস করান। এবং কারো কারো মাথার চুল ছেটে ন্যাড়া করে দেন এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কাজ আর করবে না বলে স্বীকারোক্তি আদায় করিয়ে দু'হাত দিয়ে কান ধরিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেন।

❑ সোহেল আহসান নিপু